নৃত্যবিজ্ঞান

[কথাকলি-নৃত্য-মুদ্রা]

'নৃত্য-ভারতী'র অধ্যক্ষ ও বঙ্গীয় নৃত্যবিজ্ঞান
পরিষদের সদস্য

শ্রীপ্রহ্লাদ দাস

: প্রাপ্তিস্থান :

নৃত্য-ভারতী
পশ্চিম বংগ সরকার ও সংগীত নাটক
আকাদামী (দিল্লী) অনুমোদিত
৮১/এ, কড়েয়া রোড,
কলিকাতা-১৯

প্রভাত কার্য্যালয়
২-সি, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ পাল,
প্রভাত কার্য্যালয়,
২-সি, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৬৬ সাল

মূল্য ঃ দুই টাকা আট আনা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
২০, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

নটরাজের উদ্দেশে



লেখককে আশীষ দানের ভংগীতে **শ্রীগুরু কৃষ্ণ নায়ার**
[মাদ্রাজ কলাক্ষেত্রের কথাকলি নৃত্যের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক]

স্বীকৃতি

- এই পুস্তক প্রণয়নে প্রেরণা দিয়েছেন 'বাস্তব ও স্বপ্ন', 'কালের কবলে বাংলা' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচয়িতা ও কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাশ ও প্রিমিয়ার পাবলিসিটির শ্রীরবি রায়।

- মুদ্রার বিশুদ্ধিকরণে সাহায্য করেছেন গুরু কৃষ্ণ নায়ার ও গুরু গোপাল পিলাই।

- মুদ্রার প্রতিকৃতি অঙ্কন করে' দিয়েছে ছাত্রী শ্রীমতী রেবা গুহ।

- পাণ্ডুলিপি সংশোধন ও মুদ্রণে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন 'শরৎ-সাহিত্যে নারী', 'মানুষ শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীপ্রমথনাথ পাল।

নৃত্যবিজ্ঞান

মুদ্রা

যে-কোন বিদ্যা শিক্ষা করতে হ'লে প্রথমে তার প্রাথমিক বিষয়গুলি আয়ত্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেমন, ভাষা আয়ত্ত ক'রতে হ'লে প্রয়োজন তার বর্ণমালা-জ্ঞানের, সঙ্গীত শিক্ষা করতে হ'লে দরকার 'সরগম' অভ্যাসের, চিত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রতে হ'লে প্রয়োজন রং-রেখাদি-বোধের, ঠিক তেমনি নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ ক'রতে হ'লে প্রয়োজন মুদ্রা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের। বাস্তবিক পক্ষে নৃত্যে ব্যবহৃত মুদ্রাকে নৃত্যবিদ্যার বর্ণমালা বলা যায়।

যে-ব্যক্তি যত অধিক মুদ্রা আয়ত্ত করেছেন, তিনি নৃত্যাভিনয়ে তত বেশী পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারেন। তবে কেবল পুস্তক পাঠ করে' যেমন সন্তরণ বা সঙ্গীত শিক্ষা করা যায় না, তেমনি শুধু পুস্তক পাঠ করে' নৃত্যবিদ্যা আয়ত্তে আনাও সম্ভব নয়। চারুকলা প্রদর্শনের পারদর্শিতা নির্ভর করে অভ্যাসের উপর। নৃত্যকলার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। তবে জ্ঞান লাভের জন্য পুস্তকের প্রয়োজন আছে। পুস্তক পাঠ করে' জ্ঞান লাভ এবং

সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস করলেই কলাবিদ্যায় পারদাশতা সহজ হয়। এই দিক থেকে পুস্তকের কার্য্য পথ-প্রদর্শকেরই অনুরূপ।

যে-শিশু কথা বল্‌তে শিখে নাই, অনেক সময়েই সে তার মনের ভাব প্রকাশ করে অংগভংগীর সাহায্যে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, অংগভংগীই নির্ব্বাকের একমাত্র ভাষা। চীনদেশের নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে, চিরতুষারময় মেরুদেশে, প্রশান্ত মহাসমুদ্রবেষ্টিত কোন সুদূর দ্বীপপুঞ্জবাসী অসভ্য মানবসমাজে—যেখানেই যাওয়া যাক্ না কেন, কোথাও এমন কোন লোক নেই, যে অংগভংগীর ভাষা বুঝে না। এ-জন্য অংগভংগীর ভাষাকে আমরা সনাতন ভাষা বলে' অভিহিত করতে পারি।

আদিকালে মানবজাতির জীবনেও যে সর্ব্বপ্রথম এই অংগভংগীর ভাষাই প্রচলিত ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। জীবনে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করার পরেও যেমন নিজ মাতৃভাষার প্রতি মানুষমাত্রেরই একটি সহজাত আসক্তি থাকে, তেমনি মানুষ কথা দিয়ে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা আয়ত্ত করার পরেও তার আদি ভাষা অর্থাৎ অংগভংগীকে সে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিতে পারে না। আসা, যাওয়া, পথ দেখিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে কথা বলার সংগে-সংগে প্রায় সর্বদাই সে অংগভংগীও করে' থাকে। অংগভংগীই নৃত্যের প্রাণ। আদিভাষা অর্থাৎ

অংগভংগীর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক মোহই বোধ হয় মানুষকে নৃত্য প্রদর্শন করবার জন্য পাগল করে' তোলে।

দেশ-ভেদে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ভেদে, মানসিক উন্নতি ইত্যাদির তারতম্যে ক্রমশঃ এ-সমস্ত অংগভংগীর আকার-প্রকার ও ব্যবহারের তারতম্য ঘটেছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে জীবনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের ন্যায় দেবোপাসনাতেও নানাপ্রকার অংগভংগীর ব্যবহার হয়েছে। এমন কি, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেও যখন ভক্ত দেবতাকে তার মনের ভাব সম্পূর্ণ বুঝাতে সমর্থ হয় নি, তখনই যেন সে অংগভংগীর সাহায্য নিয়ে "প্রণাম" করে' নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেছে। প্রণাম আসলে এক প্রকার অংগভংগী ছাড়া আর কিছুই নয়।

নৃত্যকলা শিক্ষার প্রথম স্তর শরীরের অংগ-প্রত্যংগাদি নিজের ইচ্ছামত পরিচালনা করা। এই উদ্দেশ্যে নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে ১৩ প্রকার শিরঃকর্ম্ম (অর্থাৎ মাথার কাজ), ৯ প্রকার গ্রীবাকর্ম্ম (অর্থাৎ ঘাড়ের কাজ), ১৬ প্রকার (নাট্য শাস্ত্র মতে ৩৬ প্রকার) দৃষ্টিভেদ (অর্থাৎ নানাভাবে দেখা), ৯ প্রকার তারাকর্ম্ম (অর্থাৎ চোখের মণির কাজ), ৭ প্রকার ভ্রূকর্ম্ম (অর্থাৎ চোখের ভ্রূর কাজ) এবং ৪ প্রকার মুখভেদ (অর্থাৎ মুখের নানা রকম ভংগী করা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত ব্যতীত পাঁচ প্রকার পার্শ্বভংগী, পাঁচ প্রকার কটীভংগী, পাঁচ প্রকার

পদ-কর্ম্ম, একশত আট "করণ", বত্রিশ অংগহার ইত্যাদি ব্যবস্থাও আছে।

শিরঃকর্ম্ম ১৩ প্রকার, যথা,—আকম্পিত, কম্পিত, ধূত, বিধূত, পরিবাহিত, অধূত, অবধূত, অন্‌চিত, নিহন্‌চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও ললিত।

গ্রীবাকর্ম্ম ৯ প্রকার, যথা,—সম, নত, উন্নত, এস্রা, রেচিত, কন্‌চিত, অন্‌চিত, ভলিত ও বিবর্ত্ত।

দৃষ্টিভেদ ছত্রিশ প্রকার—তন্মধ্যে আট প্রকার রসদৃষ্টি, আট প্রকার স্থায়ী দৃষ্টি ও বিশ প্রকার সন্‌চারী দৃষ্টি। এখানে সম্প্রতি কেবল রসদৃষ্টির কথাই উল্লেখ করা গেল, যেমন—কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা, করুণা, অদ্ভুত, রৌদ্রা, বীর ও বীভৎসা।

ভ্রূভংগী ৭ প্রকার, যথা—উৎক্ষিপ্ত, পতিত, ভ্রূকুটী, চতুর, কুন্‌চিত, রেচিত ও সহজ।

পার্শ্বভংগী ৫ প্রকার, যথা—নত, উন্নত, প্রসারিত, বিবর্ত্ত ও অপসৃত।

কটীভংগী ৫ প্রকার, যথা—ছিন্ন, বিবর্ত্ত, রেচিত, কম্পিত ও উদ্বাহিত।

পদকর্ম্ম ৫ প্রকার, যথা—উদ্‌ঘাটিত, সম, অগ্রতল-সন্‌চর, অন্‌চিত ও কুন্‌চিত।

কর-করণ ৪ প্রকার, যথা—বিবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিত, আবেষ্টিত ও উদ্‌বেষ্টিত।

পদ, জংঘা, উরু ও কটী বিচিত্রভাবে পরিচালিত করে' "**চারী**" করা হয়। এক পায়ের সঞ্চালনে হয় "**চারী**", দুই পায়ের সঞ্চালনে হয় "**করণ**", তিন করণের সংযোগে হয় "**খণ্ড**" এবং তিন বা চার খণ্ডের সংযোগে হয় "**মণ্ডল**"।

বিভিন্ন অংগভংগীর মধ্যে হস্তের ভংগী বা হস্ত প্রকরণ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে' রয়েছে। এই হস্ত প্রকরণকে বলা হয় মুদ্রা। পূজাদিতেও মুদ্রার বিধান আছে। তবে নৃত্যে ব্যবহৃত মুদ্রা থেকে সেগুলি স্বতন্ত্র। আপন-আপন ইচ্ছামত যে-কোন দিকে হাত ঘুরিয়ে রাখলেই নৃত্যশাস্ত্র-সম্মত মুদ্রার সৃষ্টি হয় না। প্রত্যেক অক্ষরের যেমন নিজের একটি আকৃতি আছে, তেমনি প্রত্যেক মুদ্রারও নিজস্ব একটি আকৃতি আছে। এই আকৃতির সাহায্যেই যেমন এক অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরের, তেমনি এক মুদ্রা থেকে অপর মুদ্রার পার্থক্য বুঝতে পারা যায়। শাস্ত্র-সম্মত ভাবে এবং নির্দ্দিষ্ট রীতিতে অংগুলী বিন্যাস করতে পারলেই যথাযথ মুদ্রা হয়।

অক্ষর ও মুদ্রার একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, সাধারণতঃ কোন অক্ষরের বিশেষ অর্থ নাই। কয়েকটি অক্ষর ঠিক মত একত্র ক'রে যে-শব্দ গঠিত হয়, সেই শব্দেরই অর্থ হয়। যথা, 'ক' এবং 'ল'—এই দুটি অক্ষরের কোন অর্থ নাই। অথচ এই দুটি অক্ষর একত্র করে' "কল" নামক যে শব্দের উৎপত্তি হ'ল, সেই "কল" শব্দটির অর্থ আছে। কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রারই

অর্থ আছে। পতাকা, মুষ্টি, পল্লব কিম্বা যে-কোন মুদ্রাই বিচার করা যাক না কেন, তাদের প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন বিশেষ অর্থ আছে। সুতরাং এদিক থেকে "মুদ্রা" "শব্দে"র সঙ্গে তুলনীয়। কোন-কোন শব্দের যেমন একাধিক অর্থ থাকে, সেরূপ প্রত্যেক মুদ্রারও বহু অর্থ আছে। কেবল প্রাথমিক চব্বিশটি মুদ্রার সাহায্যেই প্রায় আট শত শব্দের কাজ হতে পারে। ভরত মুনি কৃত নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যকলার ৬৪ প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে চব্বিশটিতে (অসংযুক্ত) কেবল একখানি হাতের ব্যবহার হয় এবং অবশিষ্ট চল্লিশটিতে (সংযুক্ত) দুই হাত এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

ভরত নাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী—এই চারিটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রত্যেকটিতেই মুদ্রার ব্যবহার হয়। তন্মধ্যে কথক ও মণিপুরী নৃত্যে মুদ্রার ব্যবহার কম। দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে যে কথাকলি নৃত্যের প্রচলন আছে, মুদ্রার দিক থেকে তাকেই সর্ব্বাধিক উন্নত বলা যায়। তার মধ্যে মুদ্রাবিজ্ঞান বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এজন্য কথাকলি নৃত্যেই মুদ্রার প্রচলন অত্যন্ত অধিক।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে মুদ্রা আয়ত্ত করা দরকার। নিতান্ত সাধারণ রকমের নৃত্যবিদ্ হ'তে গেলেও অন্ততঃ ছয় শত মুদ্রা অভ্যাস করা প্রয়োজন। তার কম হ'লে নৃত্যের মধ্যে সংগতির কোনই সন্ধান পাওয়া যাবে না।

সম্প্রতি এ-দেশে নৃত্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুঃখের সহিত জানাতে হচ্ছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক মুদ্রা আয়ত্তের অভাবে নৃত্য উচ্চ স্তরের ত হয়ই না, অধিকন্তু তা' যে হাত-পা ছুঁড়ে ছট্‌ফট্ করার সামিল হয়ে যায় তাতে কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক শাস্ত্র-সম্মত নৃত্য ও রসকলা সৃষ্টির উপযোগী নৃত্য শিখতে গেলে যে তদুপযোগী ব্যাকরণের জ্ঞান থাকা আবশ্যক এ-কথা আজ পর্য্যন্ত অধিক লোকের ধারণায় আসে নাই।

আমাদের দেশে যে-সমস্ত কলাবিদ্ আছেন, অধিক ক্ষেত্রেই তাঁরা নানা কারণে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানরাশিকে লিপিবদ্ধ করার প্রতি দৃষ্টি দেন না। এজন্য দেশী ভাষায় নৃত্যবিদ্যা সম্পর্কিত পুস্তক এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য ; মাঝে মাঝে দু'একটি ইংরেজী পুস্তক অবশ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু তা' থেকে নৃত্য-শিক্ষার্থীরা বিশেষ সাহায্য লাভ করতে পারে না। নৃত্য-শিক্ষার্থীদের কিছু সুবিধা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং নিজে বহু বৎসর ধরে' নৃত্য-শিক্ষকের কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করেছি সে-সমস্ত যথাসম্ভব দূর করবার অভিপ্রায়ে মাত্র দু'শত মুদ্রা শিক্ষার উপযোগী করে' প্রথম স্তবক স্বরূপ এই পুস্তকখানি মাতৃভাষায় প্রণয়ন করলাম।

আমার বিশ্বাস, এই পুস্তকের দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় পক্ষেরই লাভ হ'বে।

মুদ্রার বংশ-তালিকা

- ভাষা
  - নির্ব্বাক (অংগভংগী)
    - মুদ্রা (হস্তভংগী)
      - নৃত্য মুদ্রা
        - অসংযুক্ত হস্ত মুদ্রা বা মৌলিক মুদ্রা
        - সংযুক্ত হস্ত মুদ্রা
          - যৌগিক মুদ্রা অর্থাৎ প্রত্যেক হাতে একই মুদ্রা
          - মিশ্র মুদ্রা অর্থাৎ ভিন্ন হাতে ভিন্ন মুদ্রা
      - উপাসনা মুদ্রা
    - অ-মুদ্রা (অন্যান্য অংগভংগী)
  - সবাক (শব্দ)

শুদ্ধ মুদ্রা

কথাকলি নৃত্যের ২৪ প্রকার মুদ্রা

অ-সংযুক্ত হস্ত



পতাকা



ত্রিপতাকা



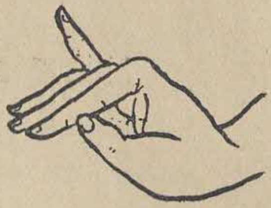
মুদ্রাক্ষ



মুষ্টি



ঊর্ণনাভ (মাকড়সা)



কর্ত্তরী মুখ (কাঁচির মুখ)



শুকতুণ্ড (টিয়াপাখীর মুখ)



অর্দ্ধচন্দ্র



কটক মুখ (কাঁকড়ার মুখ)



মুকুল



হংসাস্য (হংসমুখ)



হংস পক্ষ



সর্পশীর্ষ (সাপের ফণা)



পল্লব



শিখর (চূড়া)



কটক (কাঁকড়া)



সূচীমুখ



মৃগশীর্ষ



কপিথ



মুকুর (আর্‌শি)



অরাল (বিষ)



ভ্রমর



বর্দ্ধমান



অঞ্জলি

সাংকেতিক চিহ্ন

এই পুস্তকে মুদ্রালিপি লিখবার জন্য নিম্নলিখিত সাংকেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হ'ল :—

১। দক্ষিণ হস্ত = দঃ হঃ অথবা শুধুই "দঃ"

২। বাম হস্ত = বাঃ

৩। যুক্ত হস্ত = যুঃ

৪। উভয় হস্ত = উভঃ

৫। ঊর্দ্ধমুখ হস্ত = উঃ

৬। অধোমুখ হস্ত = অধোঃ

৭। বহির্মুখ হস্ত = বঃ

৮। অন্তর্মুখ হস্ত = অঃ

৯। দক্ষিণ-পার্শ্বমুখী হস্ত = দঃ পাঃ

১০। বাম-পার্শ্বমুখী হস্ত = বাঃ পাঃ

১১। হাত ক্রশ করে' রাখা = স্বস্তিকা

১২। বাহু বিস্তার করে' নিম্নমুখী হস্ত = লতা হস্ত

১৩। বহিরূর্দ্ধমুখী হস্ত = বঃ উঃ

১৪। বহির্নিম্নমুখী হস্ত = বঃ নিঃ

১৫। মুষ্টিবদ্ধ হস্ত = মুঃ হস্ত

এই পুস্তকের সাহায্যে মুদ্রা শিক্ষা করবার জন্য উল্লিখিত সাংকেতিক চিহ্নগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

———

মিশ্র মুদ্রা

১। **ব্রহ্মা**—দুই হস্ত সংযুক্ত করে' নমস্কার। দঃ—বঃ উঃ মুদ্রাক্ষ, বাঃ—বঃ উঃ পল্লব।

২। **বিষ্ণু**—নমস্কার। দুই অধোঃ হস্ত বুকের কাছে উপরে তুলে' দুই অঃ কটক ললাটের সম্মুখে—হস্ত পরিমিত দূরে।



মৃগশীর্ষ

৩। **শিব**—নমস্কার। বাঃ—অধোঃ মৃগশীর্ষ, দঃ—বাঃ পাঃ হংসপক্ষ।

৪। **শ্রীকৃষ্ণ**—উভয় হস্তে কটক (বাঁশী ধরার মত)।

৫। **বলরাম**—উভয় কটক (হল ধারণের মত)।

৬। **কামদেব**—উভঃ অধোঃ বৰ্দ্ধমান—অংগুষ্ঠ ঘুরিয়ে বাঃ হস্তের উপর দঃ হস্ত সংলগ্ন। মৎস্য মুদ্রার মত।
৭। **বসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণ—পরে পিতা (৮১ নং দেখ)। মতান্তরে—দঃ—পতাকা, বাঃ কটক।



ত্রিপতাকা

৮। **উগ্রসেন**—দঃ—পতাকা—বাঃ কটক।
৯। **ইন্দ্র**—উভঃ অধোঃ হস্ত—পরে দঃ—অঃ মুষ্টি দঃ কাঁধের কাছে, বাঃ—অধোঃ শিখর সম্মুখে।
১০। **বরুণ**—উভঃ মুদ্রাক্ষ—পরে পতাকা।
১১। **কুবের**—উভঃ বঃ কটক সম্মুখে।
১২। **যক্ষ**—উভঃ মুকুর।
১৩। **গন্ধর্ব**—দঃ—ভ্রমর ; বাঃ-বঃ হস্ত।
১৪। **কিন্নর**—উভঃ মুদ্রাক্ষ, পরিবর্তন করে' সূচী।

১৫। **সূর্য্য**—উভঃ অধোঃ হস্ত সম্মুখে—ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে—বঃ উঃ পতাকা সম্মুখে।

১৬। **চন্দ্র**—দঃ—বঃ মুদ্রাক্ষ বুকের কাছ থেকে কাঁপিয়ে দূরে খুলে' হস্ত।

১৭। **যম**—দঃ—অঃ হস্ত দঃ কাঁধের কাছে। বাঃ অঃ হস্ত সম্মুখে—উভঃ হস্ত ঘুরিয়ে উভঃ মুষ্টি।



মুকুর

১৮। **নারদ**—উভঃ অধোঃ হস্ত—পরে দুই অঃ পতাকা বাঃ পার্শ্বে। (বীণা ধরার মত)।

১৯। **গণপতি**—দঃ—পতাকা, বাঃ—কটক মুখ।

২০। **কার্ত্তিকেয়**—দঃ—অঃ হস্ত মুখের কাছে একবার ঘুরিয়ে অধোঃ কর্ত্তরী, বাঃ—বঃ মুষ্টি। (মতান্তরে—দেব) সেনাপতি।

২১। **নন্দীকেশ্বর**—উভয় হস্তে মুষ্টি।

২২। **জয়ন্ত**—ইন্দ্র ও পুত্র। (৮৭ নং দেখ)।

২৩। **চিত্রগুপ্ত**—দঃ বর্দ্ধমান, বাঃ মুষ্টি।

২৪। **দক্ষ**—দঃ—কটক মুখ, বাঃ—মুদ্রাক্ষ।

২৫। **স্বর্গ**—দঃ—অঃ হস্ত, বাঃ—বঃ হস্ত সম্মুখে উভয় হস্ত উপরে তুলে'—দুই দিকে খুলে'—তিনবার "হস্ত" পরিবর্ত্তন।



পতাকা

২৬। **পাতাল**—যুক্ত হস্ত সম্মুখে—খুলে দঃ বাহু উর্দ্ধে, বাঃ-বাহু নিম্নে—উভঃ বঃ পতাকা। উপরে ও নীচে দেখা।

২৭। **মর্ত্ত**—দুই অধোঃ পতাকা সম্মুখে খুলে' দুই দিকে।

২৮। **আকাশ**—দুই সংযুক্ত হস্ত উর্দ্ধে তুলে'—দুই পার্শ্বে খুলে' পল্লব, দুই হাতের দিকে দেখা।

২৯। **পার্ব্বতী**—উভয় হস্তে কটক।

৩০। **লক্ষ্মী**—উভঃ অঃ কটক স্বস্তিকা বুকের কাছে।

৩১। **সরস্বতী**—দঃ—অঃ কর্ত্তরী, বাঃ—অঃ কটক—(বীণা ধরার মত)।

৩২। **ইন্দ্রাণী**—উভঃ কটক। (মতান্তরে—ইন্দ্র-স্ত্রী)।

৩৩। **ভূমি দেবী**—দঃ—পতাকা, বাঃ—কটক।



পল্লব

৩৪। **রতি**—বাঃ অঃ কটক, দঃ অঃ কর্ত্তরী—দঃ পার্শ্ব হ'তে বাঃ কটকের সংগে সংলগ্ন।

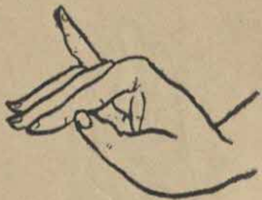
৩৫। **উর্ব্বশী**—বাঃ কটক, দঃ—মুদ্রাক্ষ দূর হতে খুলে' সূচী—বঃ কটকের সংগে একত্র করা।

৩৬। **সর্ব্ববধূ**—দঃ—সূচী, বঃ—কটক।

৩৭। **দেবকী**—দঃ—পতাকা, বাঃ—কটক। (মতান্তরে শ্রীকৃষ্ণ ও মাতা)।

৩৮। **শ্রীরাম**—দুই হস্ত একত্র করে'—খুলে' বাঃ—অঃ বর্দ্ধমান দঃ—বঃ কটক।

৩৯। **ভরত**—বাঃ—অঃ বর্দ্ধমান, দঃ-অংগুষ্ঠ ও মধ্যমা একত্র করে' রাখা।



কর্ত্তরী মুখ

৪০। **লক্ষ্মণ**—বাঃ অঃ বর্দ্ধমান, দঃ-অংগুষ্ঠ ও অনামিকা একত্র করে'—বর্দ্ধমানের অংগে একত্র করা।

৪১। **শত্রুঘ্ন**—বাঃ—বর্দ্ধমান, দঃ-কনিষ্ঠা ও অংগুষ্ঠ একত্র করে'—বর্দ্ধমানের সংগে একত্র করা।

৪২। **দশরথ**—শ্রীরাম ও পিতা। (৮১ নং দেখ)।

৪৩। **বালি**—দঃ—পতাকা, বাঃ—অধোঃ মুকুল।

৪৪। **সুগ্রীব**—দঃ—পতাকা, বাঃ—অধোঃ মুকুল।

৪৫। **হনুমান**—দুই অধোঃ হস্ত দুই দিকে—পরে বাঃ হস্তের উপর দঃ হস্ত স্থাপিত করে' উভয় হস্তের কব্জি বাঁকিয়ে হাত নীচু করে' রাখা।

৪৬। **বানর**—অধোঃ মুকুল।

৪৭। **রাবণ**—রাজা—পরে দুই কাঁধের কাছে বা মুষ্টি খুলে' দুই হস্ত কাঁপিয়ে সম্মুখে এনে লতা হস্ত। (১৭৬ নং দেখ)।

৪৮। **কুম্ভকর্ণ**—রাবণ ও ভ্রাতা (৮৪ নং দেখ)।



বর্দ্ধমান

৪৯। **বিভীষণ**—রাবণ ও ভ্রাতা (৮৪ নং দেখ)।

৫০। **মেঘনাদ**—রাবণ-পুত্র (৮৭ নং দেখ)।

৫১। **রাক্ষস**—বাঃ—বঃ হস্ত, দঃ—অঃ হস্ত, একবার ঘুরিয়ে মুদ্রাঙ্ক—বুকের কাছ হ'তে দূরে খুলে' সূচী।

৫২। **রাক্ষসী**—দুই কটক দুই দিক থেকে কাঁপিয়ে একত্র করা। মতান্তরে—দুই অধোঃ হস্ত বুকের কাছে—দূরে নিয়ে কটক—উভয় কটক কাঁপিয়ে বুকের কাছে আনা।

৫৩। **মন্দোদরী**—রাবণ-স্ত্রী (৮০ নং দেখ)।

৫৪। **সীতা**—দুই অধোঃ হস্ত সম্মুখে—দঃ—অঃ কটক—বাঃ কাঁধের কাছে। বাঃ—অঃ কটক—দঃ কনুই-এর নিম্নে একত্র করা।

৫৫। **ধৃতরাষ্ট্র**—দুই বঃ শিখর দুই চোখের কাছে—উল্‌টিয়ে অঃ শিখর।



মুকুল

৫৬। **ভীষ্ম**—সংযুক্ত মুষ্টি।

৫৭। **যুধিষ্ঠির**—দঃ—পতাকা, বাঃ—মুদ্রাক্ষ।

৫৮। **ভীম**—দুই হস্ত একত্র করে'—খুলে' দঃ—অঃ মুষ্টি, বাঃ অঃ—পতাকা, কাঁধের কাছে।

৫৯। **অর্জ্জুন**—বাঃ—মধ্যমা ও অংগুষ্ঠ একত্র, দঃ—বঃ সূচী। বুকের কাছ হ'তে—দঃ-এর নিম্নদিক হ'তে আরম্ভ করে' উপরে অর্থাৎ একবার বাঃ হাতের চারদিকে ঘুরিয়ে—বাঃ এর সংগে একত্র করা।

৬০। **নকুল**—বাঃ—অনামিকা ও অংগুষ্ঠ একত্র, দঃ বঃ সূচী অর্জ্জুনের মত ঘুরিয়ে, বাঃ-এর উপর রাখা।

৬১। **সহদেব**—বাঃ—কনিষ্ঠা ও অংগুষ্ঠ একত্র, দঃ বঃ সূচী একবার বাঃ—এর চারিদিকে ঘুরিয়ে বাঃ-এর উপর একত্র করা।



শিখর

৬২। **বিদুর**—দঃ—কর্ত্তরী, বাঃ—মুষ্টি।

৬৩। **দুর্য্যোধন**—রাজা, পরে বাঃ-অঃ কর্ত্তরী, বাঃ কাঁধের কাছে, দঃ পতাকা বামপার্শ্বমুখী (১৭৬ নং দেখ)।

৬৪। **দুঃশাসন**—দঃ—পতাকা, বাঃ—অরাল।

৬৫। **শকুনি**—সংযুক্ত অরাল। (মতান্তরে দঃ—বর্দ্ধমান, বাঃ—হংসপক্ষ)।

৬৬। **কর্ণ**—দঃ—সূচী, বাঃ—কটক—উভয় সূচী ও কটক কাঁধের কাছে।

৬৭। **দ্রোণাচার্য্য**—দঃ-অঃ কটক, বাঃ-অঃ মুষ্টি। (মতান্তরে পঞ্চ পাণ্ডব ও গুরু)।

৬৮। **পঞ্চ পাণ্ডব**—বাঃ—উঃ ঊর্ণনাভ—ধীরে ধীরে অংগুলি একত্র করে' মুকুল। দঃ—বঃ সূচী অর্জ্জুনের মত মুকুলের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে একত্র করা।



মুষ্টি

৬৯। **শত কৌরব**—দুর্য্যোধন, অধোঃ দুই হস্ত—পরে কর্ত্তরী, পরে দঃ—পার্শ্বে ঝাঁকি দিয়ে খোলা।

৭০। **কীচক**—দুই-অধোঃ হস্ত—পরে বঃ কটক মুখ।

৭১। **অশ্বত্থামা**—দঃ—কটকমুখ, বাঃ—মুষ্টি (মতান্তরে দ্রোণ ও পুত্র)।

৭২। **শল্য**—সংযুক্ত মুষ্টি।

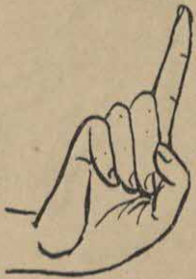
৭৩। **পরশুরাম**—বাঃ—বর্দ্ধমান, দঃ—বাঃ পাঃ হংসপক্ষ।

৭৪। **ঋষি**—দুই অধোঃ হস্ত—পরে বাঃ কনুই-এর নীচে দঃ অধোঃ পতাকা, এবং বাঃ—অঃ পতাকা বুকের কাছে।

৭৫। **কুন্তী**—পঞ্চ পাণ্ডব ও মাতা।

৭৬। **দ্রৌপদী**—বাঃ—অঃ কটক, দঃ—হংসাস্য মুখের কাছ হ'তে সম্মুখে নিয়ে—বাঃ কটকের উপর অধোঃ করে' রাখা।

৭৭। **পুরুষ**—দঃ—কর্ত্তরী।



সূচীমুখ

৭৮। **স্ত্রী**—বাঃ—কটক।

৭৯। **স্বামী**—বাঃ—অঃ বর্দ্ধমান। বাঃ হস্তে—দঃ-অংগুষ্ঠ ধরে' বাঃ পার্শ্ব হ'তে দঃ পার্শ্বে আনা।

৮০। **স্ত্রী**—বাঃ—মুকুল। দঃ হস্ত দ্বারা ধরে'—বাঃ পার্শ্ব হ'তে দঃ পার্শ্বে আনা।

৮১। **গুরু, পিতা**—বাঃ—অঃ মুষ্টি, দঃ-বঃ হস্ত বুকের কাছে মুষ্টির চতুর্দ্দিকে উপর হ'তে ঘুরিয়ে নীচে—এবং আবার উপরে তুলে' অঃ মুদ্রাক্ষ খুলে'—অঃ হস্ত।

৮২। **মাতা**—উভঃ—অধোঃ হস্ত সম্মুখে—পরে দঃ অঃ কটক—দঃ কাঁধের কাছে, বাঃ অঃ কটক—দঃ কনুই-এর নীচে সংলগ্ন।

৮৩। **ভ্রাতা** (বড়)—পিতার মত।



ঊর্ণনাভ

৮৪। **ভ্রাতা**—(ছোট)—বাঃ—অধোঃ কর্ত্তরী, দঃ—অধোঃ মৃগাক্ষ, দঃ—মৃগাক্ষ দঃ—পার্শ্ব হ'তে কাঁপিয়ে বাঃ কর্ত্তরীর সহিত একত্র করা।

৮৫। **ভগ্নী**—(বড়)—বাঃ—অঃ কটক, দঃ—অধোঃ মৃগাক্ষ—দঃ পার্শ্ব হ'তে কাঁপিয়ে বাঃ কটকের সংগে একত্র করা।

৮৬। **ভগ্নী** (ছোট)—বাঃ—কটক, দঃ—মৃগাক্ষ।

৮৭। **পুত্র**—বাঃ অধোঃ কর্ত্তরী, দঃ-মৃগাক্ষ পিতার মত বাঃ-এর চারিদিকে ঘুরিয়ে সম্মুখে খোলা হস্ত।

৮৮। **কন্যা**—বাঃ—অধোঃ কটক সম্মুখে, দঃ মুদ্রাঙ্ক পিতার মত কটকের চারিদিকে ঘুরিয়ে সূচী, বাঃ কটকের পৃষ্ঠে সংলগ্ন।

৮৯। **জন্ম**—দঃ—নিঃ মুষ্ঠি বুকের কাছে, বাঃ—নিঃ মুষ্ঠি নাভির কাছে—খুলে' নিঃ পতাকা।



কটকমুখ

৯০। **মৃত্যু**—দুই অধোঃ হস্ত সম্মুখে—নিম্নদিক হ'তে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে অঃ উঃ মুদ্রাঙ্ক খুলে' সূচী—উপরের দিকে দেখা।

৯১। **বিবাহ**—বাঃ—অঃ হস্ত সম্মুখে, দঃ—নঃ হস্ত বুকের কাছে—দঃ হস্ত, বাঃ হস্তের চারিদিকে ঘুরিয়ে বাঃ হস্তের সংগে একত্র করা।

৯২। **জাতি, কুল**—দুই অধোঃ হস্ত দঃ পার্শ্বে, পরে কর্ত্তরী দঃ হ'তে বামে আনা।

৯৩। **দেশ**—বাঃ—অঃ পতাকা, দঃ—বাঃ নিঃ পতাকা। দঃ পতাকা চার পাঁচ বার ঘুরিয়ে দঃ পার্শ্বে লতা হস্ত।

৯৪। **ভূমি**—দুই অধোঃ পতাকা সম্মুখে—পরে খুলে' দুই পার্শ্বে।

৯৫। **গৃহ**—দুই অধোঃ হস্ত বুকের কাছ হ'তে সম্মুখে নিয়ে দুই অধোঃ কর্ত্তরী।



হংসাস্য

৯৬। **লোক**—দুই বঃ সূচী—(বাঃ, নিঃ, দঃ উঃ) বন্ধনী একবার শরীরের সংগে ঘুরিয়ে—অর্থাৎ হাত ও শরীর উভয়ই চিহ্নিত ভাবে ঘুরবে। পরে দুই অঃ সূচী বুকের কাছে—ঝাঁকি দিয়ে উপরে তুলে'—বঃ সূচী—দুই দিকে খোলা।

৯৭। **অগ্নি**—দঃ—উঃ বাঃ পার্শ্ব হস্ত, বাঃ—উঃ দঃ পার্শ্ব হস্ত বুকের কাছ হ'তে কাঁপিয়ে উর্দ্ধে তুলে' দুই অধোঃ হস্ত, উপর হ'তে নীচে এনে মুষ্টি, ঝাঁকি দিয়ে উপরে তুলে' খুলে' দেওয়া।

৯৮। **জল**—দুই অধোঃ মুদ্রাক্ষ, নাভির কাছে—ধীরে ধীরে কাঁপান।

৯৯। **নদী**—দুই অধোঃ পতাকা বাঃ পার্শ্ব হ'তে কাঁপিয়ে দঃ পার্শ্বে এনে—দুই নিঃ হস্ত।



মুদ্রাক্ষ

১০০। **সমুদ্র**—দঃ—মুদ্রাক্ষ, দঃ পার্শ্বে, বাঃ মুদ্রাক্ষ সম্মুখে, ঢেউএর মত দুই তিনবার ঘুরিয়ে বাঃ—লতা হস্ত, দঃ—হস্ত উপর হ'তে নীচে এনে মুষ্টি, ঝাঁকি দিয়ে উপরে তুলে' অংগুলি খুলে' দেওয়া (অগ্নির মত)।

১০১। **সমুদ্র-তীর**—দুই উঃ পতাকা সম্মুখে—দুই দিকে খুলে' দুই নিঃ লতা হস্ত।

১০২। **ঢেউ**—দুই অধোঃ পতাকা বুকের কাছে—ঢেউএর মত দুই তিনবার ঘুরিয়ে সম্মুখে এবং দুই তিনবার ঘুরিয়ে বুকের কাছে।

১০৩। **শৃংগার**—বাঃ—বঃ সূচী, দঃ—বাঃ পার্শ্বমুখী উর্ণনাভ কাঁপান।

১০৪। **বীর**—নাভির কাছে—বাঃ-উর্দ্ধমুখী হস্ত। দক্ষিণ কাঁধের কাছে দঃ-অন্তর্মুখী হস্ত। উভয় হস্ত ঘুরিয়ে—বাঃ অঃ মুষ্টি নাভির কাছে, দঃ অঃ মুষ্টি দঃ কাঁধের কাছে—দূরে।



কটক

১০৫। **করুণা**—দুই অধোঃ মুখ হস্ত, চিৎ করে' হংসাস্য, দূর হ'তে কাঁপিয়ে বুকের কাছে আনা।

১০৬। **হাস্য**—বাঃ লতা হস্ত, দঃ মুকুল মুখের কাছে এনে খুলে' উর্ণনাভ-উর্দ্ধমুখী।

১০৭। **অদ্ভুত**—বাঃ লতা হস্ত—দঃ অধোঃ হস্ত দূর হতে বুকের কাছে এনে মুষ্টি খুলে'—উর্দ্ধমুখী উর্ণনাভ। দূরে দেখা।

১০৮। **ভয়ানক**—দুই ভ্রমর, দঃ—নিঃ বাঃ পার্শ্বমুখী বুকের কাছে ও বাঃ নিঃ দঃ পার্শ্বমুখী নাভির কাছে কাঁপান।

১০৯। **বীভৎস**—দুই অঃ হস্ত কপালের কাছে—দূরে নিয়ে বার-বার মুকুল ও উর্ণনাভ (হাত ঝাঁকি দিয়ে ছি-ছি করার মত)।



পতাকা

১১০। **রৌদ্র**—বাঃ—লতা হস্ত, দঃ—অধোঃ হস্ত দূরে—মুষ্টিবদ্ধ করে' দূর হতে বুকের কাছে এনে খুলে' অধোঃ হস্ত—কাঁপিয়ে দঃ পার্শ্বে উর্দ্ধে তোলা।

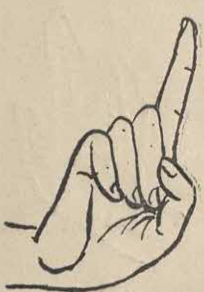
১১১। **শান্ত**—উর্দ্ধমুখী স্বস্তিকা হস্ত বুকের কাছে—পরে ঘুরিয়ে দুই অঃ-মুষ্টি বুকের কাছে।

[হাতে মুদ্রা করার সংগে-সংগে মুখে-চোখে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠা দরকার। নব রসে মুদ্রার চেয়ে অভিব্যক্তি প্রধান]।

১১২। **মস্তক**—দঃ—অঃ লতা হস্ত, বাঃ—বঃ সূচী ললাটের দঃ হ'তে বাঃ দিকে নিয়ে আসা।

১১৩। **ললাট**—দঃ—অঃ হস্ত ললাটের বাঃ হ'তে দঃ এনে অঃ পল্লব।

১১৪। **ভ্রূ**—দুই অঃ সূচী—দুই ভ্রূর কাছে কাঁপান—পরে দুই দিকে লওয়া।



সূচীমুখ

১১৫। **কেশ**—দুই ঊর্দ্ধ পরস্পরমুখী মুদ্রাক্ষ, দঃ কাণের কাছে কাঁপিয়ে নীচে নামান এবং নিম্নমুখী করে' হস্ত।

১১৬। **চক্ষু**—দুই বঃ কপিত্থ—দুই চোখের কাছে উল্‌টিয়ে অঃ শিখর।

১১৭। **কর্ণ**—দুই অধোঃ হস্ত বুকের কাছে—উপরে তুলে' দঃ কাণের কাছে কপিত্থ হস্ত।

১১৮। **নাসিকা**—দঃ—অঃ হস্ত নাসিকার কাছে—ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে বঃ বর্দ্ধমান—অংগুষ্ঠ নিম্নমুখী।

১১৯। **অধর**—বাঃ—বর্দ্ধমান, দঃ—মুদ্রাক্ষ—তর্জনী ও অংগুষ্ঠ অধরের কাছে ঘর্ষণ।

১২০। **দন্ত**—দুই অঃ অরাল মুখের কাছে।

১২১। **জিহ্বা**—দঃ অঃ হস্ত মুখের কাছে—পরে মৃগশীর্ষ।



হংসপক্ষ

১২২। **গণ্ড**—দুই হস্ত—গণ্ডের কাছে।

১২৩। **গ্রীবা**—বাঃ-লতা হস্ত, দঃ—পতাকা গলার কাছে।

১২৪। **বক্ষ** (পুরুষ)—দুই অঃ স্বস্তিকা হস্ত বুকের কাছে ঘুরিয়ে—দুই পার্শ্বে দুই বঃ মুদ্রাক্ষ।

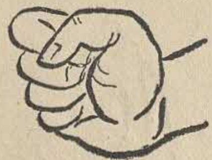
১২৫। **বক্ষ** (স্ত্রী)—দুই বঃ নিম্নমুখী বর্দ্ধমান বুকের কাছে, দুই বর্দ্ধমান ঘুরিয়ে উর্ণনাভ।

১২৬। **উদর**—দুই অধোঃ হস্ত নাভির কাছে ঘুরিয়ে অঃ মৃগশীর্ষ।

১২৭। **নাভি**—দঃ-অধোঃ হস্ত ঘুরিয়ে—নাভির কাছে ঊর্দ্ধমুখী কটক।

১২৮। **বাহু**—দুই ঊর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে এক হাত দিয়ে অন্য হাত দেখান।

১২৯। **ঊরু**—দুই পরস্পরমুখী পতাকা দিয়ে ঊরু দেখান।



মুষ্টি

১৩০। **পদ**—দুই হস্ত দ্বারা পা দেখান।

১৩১। **রক্ত**—দঃ—হংসাস্য অঃ মুখী ও বাঃ—হংসাস্য বঃ মুখী মুখের সামনে—বাম হ'তে দক্ষিণে আনা।

১৩২। **মাংস**—দুই পরস্পরমুখী হস্ত—(অর্থাৎ অঞ্জলি হস্ত খুললে যেমন হয়) বুকের কাছে ঝাঁকি দিয়ে—দুই কটক।

১৩৩। **অস্থি**—বাঃ—অধোঃ বর্দ্ধমান, ঊর্দ্ধ বর্দ্ধমান। পরস্পর অংগুষ্ঠ সংলগ্ন—পরে তিনবার পরিবর্ত্তন—(অর্থাৎ প্রথমে বাঃ—উপরে দঃ নীচে, পরে দঃ উপরে ও বাঃ নীচে)।

১৩৪। **চর্ম**—দুই অঃ হস্ত পরস্পর অংগুলীর গোড়ায় সংলগ্ন—বাঃ দিক হ'তে কাঁপিয়ে দঃ দিকে লওয়া (অভিনয় দর্পণের কর্কট হস্ত বাঃ হ'তে দঃ আনা)।



হংসাস্য

১৩৫। **দেহ**—দঃ অঃ স্বস্তিকা হস্ত নাভির কাছে খুলে' শরীরের দুই দিকে ঘুরিয়ে—দুই পার্শ্বে অঃ কর্ত্তরী।

১৩৬। **প্রাণ**—দুই অঃ মুদ্রাক্ষ বুকের কাছে—একবার উপরে ও একবার নীচে এইভাবে দুই-তিন বার।

১৩৭। **শ্বাস**—দঃ—অঃ উঃ মৃগশীর্ষ—নাকের কাছ হ'তে নীচে নামান।

১৩৮। **মুখ**—দঃ—অঃ হস্ত মুখের চারিদিকে ঘুরিয়ে দঃ কর্ণের কাছে অঃ কর্ত্তরী।

১৩৯। **যৌবন**—তুই বর্দ্ধমান।

১৪০। **বৃদ্ধ** (পুরুষ)—দঃ—মুষ্টি, বাঃ—বর্দ্ধমান।

১৪১। **বৃদ্ধ** (স্ত্রী)—দঃ—মুষ্টি, বাঃ—কটক।

১৪২। **বালক**—দঃ—কর্ত্তরী।

১৪৩। **বালিকা**—বাঃ—কটক,—দঃ—কর্ত্তরী।



উর্ণনাভ

১৪৪। **প্রেমিক**—দঃ হংসাস্থ—বাঃ—মুষ্টি একত্র করা।

১৪৫। **প্রেমিকা**—বাঃ—কটকের সংগে, দঃ-হংসাস্থ একত্র করা।

১৪৬। **দেশ, রাজ্য**—বাঃ—অঃ পতাকা—দঃ অধোঃ পতাকা চিং করে' তুই-তিন বার ঘুরিয়ে—দঃ দিকে দঃ লতা হস্ত।

১৪৭। **ভূমি**—তুই অধোঃ পতাকা সম্মুখে একত্র—পরে তুই দিকে খুলে' রাখা।

১৪৮। **বৃক্ষ**—তুই বঃ উঃ মুদ্রাক্ষ, বুকের কাছে কাঁপিয়ে উপরে তুলে' সূচী।

১৪৯। **ডাল**—দুই উৰ্দ্ধমুখী হস্ত সম্মুখে—দুই দিকে খুলে' উল্‌টিয়ে লতা হস্ত।

১৫০। **পত্র**—দুই পল্লব দুই কাণের কাছ হ'তে সম্মুখে এনে খোলা।

১৫১। **পুষ্প**—দুই অধোঃ কটক হস্ত সম্মুখে—অথবা মধ্যমা ও অংগুষ্ঠ একত্র করে' নীচু করে' রাখা।



কপিত্থ

১৫২। **মুকুল**—দুই অধোঃ অরাল এক-এক করে' খোলা।

১৫৩। **বন**—প্রথমে বৃক্ষের মত—পরে দুই দিকে দুই লতা হস্ত।

১৫৪। **ফল**—দুই অধোঃ উর্ণনাভ।

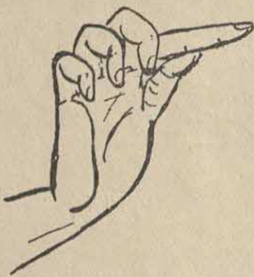
১৫৫। **মধু**—বাঃ—উঃ হস্ত বুকের কাছে, দঃ-বঃ নিঃ বৰ্দ্ধমান—বাঃ হাতের উপর দঃ বৰ্দ্ধমানের অংগুষ্ঠ ঘোরান।

১৫৬। **লতা**—দুই অধোঃ পতাকা বুকের কাছে—দঃ দূরে বাঃ কাছে—ঘুরিয়ে উপরে তোলা।

১৫৭। **ভ্রমর**—ভ্রমর মুদ্রা কাঁপান।

১৫৮। **দল**—তুই পরস্পরমুখী মৃগশীর্ষ কব্জি একত্র করা।

১৫৯। **সিংহ**—বাঃ-অধোঃ মুষ্টি সম্মুখে, দঃ—উঃ মুষ্টি—দঃ কাঁধের কাছে—উভয় মুষ্টি খুলে' পতাকা। দঃ পতাকা, বাঃ পতাকার উপর স্বস্তিকার মত থাকবে—উভয় পতাকাই নিম্নমুখী—পরে মুখের কাছে চোয়ালের নীচে সংলগ্ন।



অরাল

১৬০। **ব্যাঘ্র**—তুই মুষ্টি খুলে' ঊর্ণনাভ।

১৬১। **গরু**—বাঃ কটক, দঃ পতাকা অঃ মুখী, ললাটের সম্মুখে ঘুরিয়ে মাথার উপরে শিংএর মত দেখান।

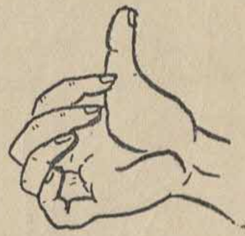
১৬২। **মহিষ**—তুই অধোঃ পতাকা ললাটের কাছে উল্‌টিয়ে মাথার উপর শিংএর মত।

১৬৩। **হরিণ**—মৃগশীর্ষ।

১৬৪। **কুম্ভীর**—দুই পরস্পরমুখী পতাকা, কব্জি একত্র থাকবে।

১৬৫। **জলজন্তু**—দঃ মুকুল ঢেউএর মত করা।

১৬৬। **হস্তী**—দঃ-বঃ পতাকা দঃ কাঁধের কাছে, বাঃ অঃ নিঃ পতাকা নাভির কাছে।



বর্দ্ধমান

১৬৭। **বৃষভ**—দুই অঃ পতাকা মাথার উপর ঘুরিয়ে শিংএর মত রাখা।

১৬৮। **গরুড়-জটায়ু**—দুই হস্ত অঞ্জলি বদ্ধ করে' কনিষ্ঠা ও অনামিকা উভয় হস্তের পৃষ্ঠোপরি বক্র থাকবে, তর্জনী ও মধ্যমা খোলা। অংগুষ্ঠও বক্র থাকবে।

১৬৯। **হংস, ময়ূর**—ঐ ভাবে কনিষ্ঠা ও অনামিকা খোলা এবং তর্জনী মধ্যমা, অংগুষ্ঠ বক্র।

১৭০। **পাখী**—দুই অঃ স্বস্তিকা হস্ত অংগুষ্ঠ সংলগ্ন।

১৭১। **মেয়ে পাখী**—বাঃ অধোঃ কটক, দঃ বঃ উঃ শুকতুণ্ড বাঃ কটকের উপরে রাখা।

১৭২। **মৎস্য**—বাঃ অধোঃ হস্ত, দঃ অধোঃ হস্ত বামের উপরে দক্ষিণ একত্র করা এবং অংগুষ্ঠ খুলে' ঘোরান।



অঞ্জলী

১৭৩। **সকল জন্তু**—দুই অধোঃ মুকুল সম্মুখে ঢেউএর মত উঁচু-নীচু করা।

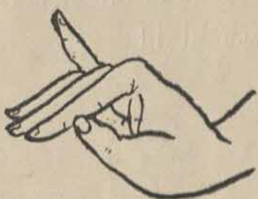
[মতান্তরে দুই অধোঃ মুদ্রাক্ষ বাঃ পার্শ্ব হ'তে কাঁপিয়ে দঃ পার্শ্বে]।

১৭৪। **ঘোড়া**—বাঃ অঃ নিম্নঃ হস্ত।

১৭৫। **শৃগাল**—বাঃ অঃ মুষ্টি, দঃ কর্ত্তরী বাঃ মুষ্টির উপর রাখা।

১৭৬। **রাজা**—দঃ বঃ মুষ্টি, বাঃ অঃ মুষ্টি মাথার উপর ক্রশ করা, পরে খুলে' মস্তকের দুই পার্শ্বে দুই পতাকা।

১৭৭। **মন্ত্রী**—দুই ঊর্দ্ধ হস্ত বাঃ দূরে, দঃ কাছে। উল্‌টিয়ে দুই অধোঃ পতাকা।



কর্ত্তরীমুখ

১৭৮। **সেনা**—মন্ত্রীর মত দুই হস্ত সম্মুখে দূর হ'তে কাছে এনে অধোঃ মুষ্টি।

১৭৯। **সেনাপতি**—সেনা দেখিয়ে, পরে গুরুমুদ্রা।

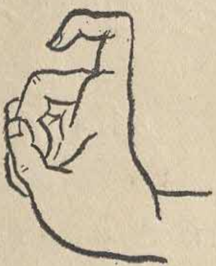
১৮০। **দাস**—দুই অঃ হস্ত দূর হতে কাছে এনে ঘুরিয়ে দুই অঃ পতাকা গলার কাছে।

১৮১। **মিত্র, বন্ধু**—দুই অধোঃ হস্ত দূরে পরে দঃ অঃ পতাকা বাঃ কাঁধের কাছে লাগান, বাঃ অধোঃ পতাকা, দঃ কনুইএর নীচে সংলগ্ন।

১৮২। **শত্রু**—দঃ লতা হস্ত, বাঃ মুদ্রাক্ষ কপালের কাছ হ'তে কাঁপিয়ে দূরে নিয়ে ঝাঁকি দিয়ে খুলে' ত্রিপতাকা।

১৮৩। **চোর**—বাঃ অঃ হস্ত, দঃ হস্ত বাঃ হস্তের উপর হ'তে নীচের দিকে ও নীচ হ'তে উপর অর্থাৎ একবার সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে বাঃ হস্তের উপর ক্রশ করে' রাখা।

১৮৪। **রথ**—দুই পরস্পর বিপরীত-মুখ পতাকা মাথার ওপর ক্রশ করে' রাখা।



শুকতুণ্ড

১৮৫। **যুদ্ধ**—বাঃ বঃ হস্ত, দঃ অঃ হস্ত কপালের কাছে একবার মুষ্টিবদ্ধ করা, উল্‌টিয়ে খুলে' হস্ত, আবার মুষ্টিবদ্ধ করা, এইভাবে তিন বার।

১৮৬। **সংহার, ধ্বংস**—দুই বঃ উঃ হস্ত অংগুষ্ঠ সংলগ্ন মাথার উপর সম্মুখে তর্জনী হ'তে এক-এক করে' বদ্ধ করে' মুষ্টি, কাছে এনে ঝাঁকি দিয়ে খুলে' দুই দিকে দুই হস্ত।

১৮৭। **আদেশ**—বাঃ অঃ কর্ত্তরী, দঃ সূচী, তর্জনী ঘুরিয়ে আদেশ করার মত।

১৮৮। **যোগ্য, মহান, মহাত্মা**—দুই অধোঃ হস্ত নাভির কাছে, পরে বাঃ—বঃ মুদ্রাক্ষ নাভির কাছে, দঃ অঃ অর্দ্ধচন্দ্র—দঃ কাঁধের কাছে।



মুকুল

১৮৯। **জয়, বল**—বাঃ অঃ বর্দ্ধমান, দঃ বঃ হস্ত একবার ঘুরিয়ে বাঃ হাতের কাছে এনে মুষ্টি, পরে দঃ দিকে টেনে লওয়ার মত।

১৯০। **সন্তোষ**—বাঃ উঃ মুদ্রাক্ষ, দঃ—অধোঃ মুদ্রাক্ষ বামের উপর রাখা, পরে উল্‌টিয়ে দঃ কাঁধের কাছে ও বাঃ নাভির কাছে মুষ্টি, অথবা মুদ্রাক্ষ।

১৯১। **চিন্তা**—দঃ বঃ মুদ্রাক্ষ উপর হ'তে কাঁপিয়ে নীচে নামান।

১৯২। **বিশ্বাস**—দুই পতাকা পরস্পর সংলগ্ন।

১৯৩। **স্নেহ, প্রেম**—বাঃ উঃ হংসাস্য সম্মুখে, দঃ উঃ হংসাস্য বুকের কাছ হ'তে দূরে বাঃ হংসাস্যের সঙ্গে একত্র করা।

১৯৪। **কেলী, খেলা**—বাঃ অঃ মুষ্টি, দঃ হস্ত, বাঃ পার্শ্বমুখী দূর হ'তে কাঁপিয়ে বাঃ মুষ্টির উপর কব্জি নীচু করে' সংলগ্ন করা।



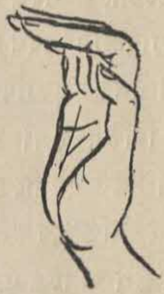
ভ্রমর

১৯৫। **স্থিতি, স্থাপন**—বাঃ অঃ হস্ত, দঃ বঃ হস্ত বাম হস্তের উপর হ'তে নীচ দিক দিয়ে একবার ঘুরিয়ে দঃ অঃ হস্ত বাঃ হস্তের উপর একত্র করা।

১৯৬। **নিশ্চয়**—বাঃ অঃ সূচী, দঃ বঃ সূচী, বামের চারিদিকে দঃ একবার ঘুরিয়ে তর্জনী ক্রশ করে' রাখা।

১৯৭। **পবিত্র, নির্মল**—বাঃ উঃ মুদ্রাক্ষ, দঃ নিঃ মুদ্রাক্ষ পরস্পর সংলগ্ন, পরে কাঁপিয়ে দুই দিকে খোলা।

১৯৮। **শোভা**—দুই অঃ মুষ্টি বামপার্শ্বে দূরে খুলে' দুই হস্ত কাঁপিয়ে বাম হতে দক্ষিণে, পরে বুকের কাছে অঃ মুষ্টি, পরে দুই দিকে ঘুরিয়ে বঃ হস্ত।



সর্পশীর্ষ

১৯৯। **সত্য**—বাঃ—অঃ মুষ্টি, দঃ হস্ত ঘুরিয়ে মুদ্রাক্ষ, পরে খুলে বাঃ পার্শ্বমুখী হস্ত।

২০০। **আনন্দ**—বাঃ-অধোঃ মুদ্রাক্ষ, দঃ উঃ মুদ্রাক্ষ, বুকের কাছে অসংলগ্ন। কাঁপিয়ে এক এক করে' উঁচু-নীচু করা।

———

'নৃত্যবিজ্ঞান' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

দেশ বলেন—ভারতীয় নাচের ভঙ্গী গড়ে ওঠে ভিন্ন-ভিন্ন মুদ্রার সহায়তায়। এই গ্রন্থখানিতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার রীতি, কতো রকমের ভঙ্গী আছে, মুদ্রার বংশ তালিকা, কথাকলি নাচের বিশেষ মুদ্রা এবং নানাবিধ মিশ্র মুদ্রা রেখাচিত্র সহকারে প্রকাশ করা হয়েছে। মুদ্রাগুলি বোঝাবার চেষ্টাটি সহজ। নাচের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কাছে "নৃত্যবিজ্ঞান" বেশ কাজের বই হবে।

যুগান্তর বলেন—প্রণালীসম্মত নৃত্যবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের উপায়স্বরূপ বিভিন্ন মুদ্রা বা হস্তভঙ্গী অভ্যাসের সুবিধার্থে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের বাঙ্গলা বই ইতিপূর্বে আর রচিত হয় নাই। প্রত্যেক হস্তভঙ্গীর নাম, রূপ বা চিত্র এবং প্রয়োগ-বিধি এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। নৃত্য-শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলের পক্ষেই বইখানি কাজে আসিবে।

AMRITA BAZAR PATRIKA Says—The author of this very useful treatise is a reputed exponent of the Indian school of dancing. It is through the "Mudras" that a dancer in India expresses his changing sentiments. The author.—who has training both in the northern and southern schools of Indian dancing—presents in the volume under review the illustrations of various "Mudras" with lucid notes. The monograph is one of the best of its kind and should be read with interest by all lovers of Indian dancing.